গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-২২২ তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৮
৩১ আগস্ট ২০২১

বিষয়: সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ই-মেইলে (dstraco@rthd.gov.bd) আগামী ০৫/০৯/২০২১ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☎৯৫৬০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

D:\Coordination Metting\Forwading.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় শাখা

জুলাই ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২৩ আগস্ট ২০২১
সময় : সকাল: ১০.৩০ মিনিট
স্থান : অনলাইন (জুম অ্যাপস্)
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে অনলাইনে (জুম অ্যাপস্) সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ২১ জুন'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	২১ জুন'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয়) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার জুলাই'২১ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	জুন'২১ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জুলাই'২১ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫	০০	০৫	০০	০০	০০	০৫
সওজ অধিদপ্তর	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
বিআরটিএ	১১	০০	১১	০০	০০	০০	১১
বিআরটিসি	৩০	০৬	৩৬	০০	০২	০২	৩৪
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-
মোট	৪৭	০৬	৫৩	০০	০২	০২	৫১

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগে চলমান ৫টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ০১টি মামলার সিদ্ধান্তের বিষয়ে গত ২২/০৬/২০২১ তারিখে সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়েছে। এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। ২টি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপসচিব জনাব দীপঙ্কর মন্ডল ২৫/০৮/২০২১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করেছেন। আপর দুটি মামলার ব্যক্তিগত শুনানী আগামী ০৯/০৯/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং যথাসময়ে শুনানী শেষ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	এ বিভাগে চলমান ৫টি বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং যথাসময়ে শুনানী শেষ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, চলমান ১টি মামলার অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাবের প্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিগত শুনানী ২২ আগস্ট'২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, জুলাই ২০২১ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১১টি। তন্মধ্যে ৩টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ২টি মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান আছে। আদালতে ৩টি ও দুদকে ৩টি মামলা চলমান থাকায় বিভাগীয় মামলার আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত এবং তদন্ত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) তদন্তাধীন মামলা যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	<u>বিআরটিসি:</u> চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জুলাই'২১ মাসে ০৬টি মামলা রুজু এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বিআরটিসি'তে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৪টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মামলাগুলো কেইস টু কেইস যাচাই বছাই করা হয়েছে। আগামী মাসে প্রায় ২০টি মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। মামলার ধরণ এবং কোনটি কোন পর্যায়ে রয়েছে তার একটি সার্বিক চিত্র আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন	বিআরটিসি'তে অনিষ্পন্ন ৩৪টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। মামলা গুলোর সার্বিক চিত্র আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

৩. <u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার জুলাই'২১ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ	৩২৩১	০০	৩২৩১	০০	০০	০০	৩২৩১
বিআরটিএ	২৬৯	০০	২৬৯	০১	০১	০০	২৬৮
বিআরটিসি	৯৬	০০	৯৬	০০	০০	০০	৯৬
ডিটিসিএ	০৪	০০	০৪	০০	০০	০০	০৪
মোট	৩৬০০	০০	৩৬০০	০১	০১	০০	৩৫৯৯

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (আইন) জানান, আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। জুন'২১ মাস পর্যন্ত কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ছিল ৭০টি। জুলাই'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমান কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৭০টি। মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে জুন'২১ মাসে ১ম শ্রেণির মামলা ছিল ১৬টি। জুলাই'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৬টি (সওজ এর ১২টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, জুন'২১ মাসে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১৭টি। জুলাই'২১ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৭টি তন্মধ্যে সওজ এর ১২টি এবং বিআরটিএ'র ০৫টি।	(ক) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য প্যানেল আইনজীবীদের সাথে নিবীড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ এর অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩২৩১টি। সওজ প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা জানান, মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে । বর্তমানে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালিত হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো আদালতে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ৩২৩১টি মামলার মধ্যে গুরুত্ব ও জরুরী বিবেচনায় মামলাগুলো বাছাই করে আদালতে উপস্থাপন এবং এগুলো নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে আইনজীবীদের সাথে সভা করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ৩২৩১টি মামলার মধ্যে গুরুত্ব ও জরুরী বিবেচনায় নিয়ে মামলাগুলো বাছাই করে আদালতে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে আইনজীবীদের সাথে ভার্চুয়াল সভা করতে হবে	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল জোন)/ উপসচিব (আইন)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল সার্কেল)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে জুলাই ২০২১ মাস পর্যন্ত মোট পেন্ডিং মামলার সংখ্যা ২৬৮টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। ২ জন আইনজীবীকে মামলাগুলো ভাগ করে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মামলাগুলোর সার্বিক অবস্থা এবং মামলা পরিচালনায় কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার জন্য আইনজীবীদের সাথে সভা করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মামলাগুলোর সার্বিক অবস্থা ও মামলা পরিচালনায় কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা অবহিত হতে আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত সভা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জুন'২১ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন মামলা ছিল ৯৬টি। জুলাই'২১ মাসে এবং কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯৬টি। মামলাগুলো কোনটি কোন আদালতে এবং কি পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়ে কেইস টু কেইস নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	৯৬টি মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৪টি। তন্মধ্যে ১টি কনটেম্পট, ২টি রীট ও ১টি লিভ টু আপীল মামলা। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. <u>অডিট আপত্তির বিবরণী:</u>

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	-	০১	০১	-	০২	-	০২
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৯৯	১১৩০	৫,৬৫৯	৬১০	-	৭,৩৯৯	--	৭,৩৯৯
বিআরটিসি	১২৩৮	১৭৮	৯৬৯	৯১	-	১২৩৮	-	১২৩৮
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৭	০৭	১০	-	-	১৭	-	১৭
ডিএমটিসিএল	১০	০২	০৮	-	-	১০	-	১০
মোট	৮,৯৪৬	১,৩৬৩	৬,৮৮১	৭০২	-	৮,৯৪৬	--	৮,৯৪৬

সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান যে, জুন'২১ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৯৪৬টি। জুলাই'২১ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত ও নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৯৪৬টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) অবহিত করেন: (ক) এ বিভাগে দীর্ঘ পেন্ডিং ২টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি (খসড়া) প্রাধিকার বহির্ভুত গাড়ি ব্যবহার ও ১টি (অগ্রিম) যানবাহনে গ্যাস ও জ্বালানী তেল বাবদ খরচের হিসাব সংক্রান্ত লগবই না পাওয়া। খসড়া আপত্তিটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর হতে পিএ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রিম আপত্তিটির ওপর ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আগামী মাসে সভার তারিখ নির্ধারণের সম্ভাবনা রয়েছে।	(ক) (১) এ বিভাগের ২টি (১টি অগ্রিম ও ১টি খসড়া) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রখতে হবে। (ক) (২) অগ্রিম আপত্তিটির ওপর ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
	(খ) বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অংশ হিসেবে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধি এবং অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি না পাওয়ায় দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন ব্যাহত হয়েছে। প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ৩১ আগস্ট ডিএমটিসিএল এর ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভার তারিখ নির্ধারিত আছে। আশা করা যাচ্ছে সহসাই আরো দ্বি-পক্ষীয় ও থ্রি- পক্ষীয় সভা আয়োজন করা সম্ভব হবে। (গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, সড়ক বিভাগ ও জোন ভিত্তিক অডিট আপত্তির তালিকা করে কতগুলো দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা প্রয়োজন তা জানতে চেয়ে ১৮ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। এখনও সওজ অধিদপ্তর হতে জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান আগামী ৩০ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় রয়েছে। উক্ত তারিখের মধ্যেই জবাব প্রেরণ করা হবে। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) আরও জানান, কতগুলো সাধারণ, অগ্রিম ও খসড়া আপত্তি রয়েছে তার তথ্য প্রেরণের জন্য ০৬ মাস পূর্বে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থাকে পত্র দেয়া হয়েছিল। সওজ অধিদপ্তর হতে এখনও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, তথ্যাদি চেয়ে মাঠ পর্যায়ে পত্র দেয়া হয়েছে অধিকাংশ তথ্যই পাওয়া গেছে ৩০ আগস্টের মধ্যে চাহিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। দ্রুত তথ্য প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) (২) সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মতি যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) সড়ক বিভাগ ও জোন ভিত্তিক অডিট আপত্তির তালিকা ৩০ আগস্ট ২০২১ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান অডিট আপত্তির-সংখ্যা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। ডিপোভিত্তিক অডিট আপত্তি ভাগ করে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গঠিত টিম ডিপোতে গিয়ে প্রতিটি আপত্তি খতিয়ে দেখে সংখ্যাগুলো নির্ধারণ করেছেন। বর্তমানে সাধারণ আপত্তি ১৭৮টি, অগ্রিম আপত্তি ৯৬৯টি ও খসড়া আপত্তি ৯১টিসহ মোট অডিট আপত্তি ১২৩৮টি। ইতোমধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে মার্চ-জুলাই'২১ এর মধ্যে ৫৬টি অডিট আপত্তির কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে	(ঘ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি ফলোআপ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রেরণ করা হয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকরী উদ্যাগ গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে ধন্যবাদ জানান এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি ফলোআপ রাখার জন্যও পরামর্শ প্রদান করেন। (ঙ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান ১৭টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। তন্মধ্যে DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৩/০২/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যবিবরণী ডিটিসিএ হতে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। (চ) প্রকল্প পরিচালক (লাইন-৬), ডিএমটিসিএল জানান, ১০টি অডিট আপত্তি মধ্যে ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।	(ঙ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (চ) ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখের ত্রি-পক্ষীয় সভায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)

৫. **পেনশন কেইস:**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		১৯	১	২০	২	১৮	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১৫	২	১৭	২	১৫	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	৭	৭	৭	-	-	
বিআরটিসি		২৫৮	২	২৬০	-	২৬০	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৯৩	১২	৩০৫	১১	২৯৪	

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.সওজ অধিদপ্তর: (১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির নিমিত্ত অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রতিবেদন চেয়ে অডিট শাখায় পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান- জনাব খালেকুজ্জামান এর কর্মকালীন অডিট আপত্তিসমূহ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুকূলে ৯টি আপত্তি বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি খসড়া আপত্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। যা পিএ কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে. ১টি আপত্তি ত্রি-পক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি আপত্তির বিষয়ে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর (প্রাক্তন পূর্ত অডিট অধিদপ্তর) এর চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রমাণক সংগ্রহের কাজ সওজ অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে। পিএ কমিটিতে উত্থাপনের নিমিত্ত সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) জনাব খালেকুজ্জামান এর ৩টি খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
(২) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখা) জানান, এ বিভাগে সওজ অধিদপ্তরের ১৮টি পেনশন কইসের নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলমান আছে। পেনশন কেইসগুলো অডিট আপত্তির কারণে নিষ্পতি করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান অবসরে গমনকারী কর্মকর্তাদের দ্রুত পেনশন প্রদানের লক্ষ্যে অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। ইতোমধ্যে ৩টি সভা হয়েছে। সভার পর্যালোচনায় দেখা যায় অধিকাংশ অডিট আপত্তিই ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য। ব্যক্তিগত দায় হতে অব্যাহতি দেয়ার মত অডিট আপত্তি খুবই কম। এক্ষেত্রে ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত পেনশন প্রদান সম্ভব নয়। অডিট সংক্রান্ত তথ্য, ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন অথবা ইতোমধ্যে যেসকল অডিট আপত্তির বিষয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সুপারিশ সম্বলিত কার্যবিবরণী সংগ্রহের জন্য সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। অডিট আপত্তির কারণে মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং পেনশন কেইসগুলো কোনটি কোন পর্যায়ে অর্থাৎ কোনটি ব্যক্তিগত দায় হতে অব্যাহতিযোগ্য, কোনটি ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপার্রিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য, কোনটি সওজ অধিদপ্তরের তথ্যের জন্য পেন্ডিং তার তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়াও অডিট আপত্তির জবাব যথাযথ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সতর্কতা, অভিজ্ঞতা শেয়ার এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যও সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীসহ সকল সংস্থা প্রধানদের সভায় পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) (ক) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইসের নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (খ) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুসারে ব্যক্তিগত দায় নিরুপণ করে রিপোর্ট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (২) (গ) আডিট আপত্তির কারণে মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং পেনশন কেইসগুলো কোনটি কোন পর্যায়ে রয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য মেট্রিক্স আকারে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(২) (ঘ) অডিট আপত্তির জবাব যথাযথ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সতর্কতা, অভিজ্ঞতা শেয়ার এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্যমাসে ৯,৫০,০০০/- (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) পরিশোধ করা হয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে অগ্রাধিকার বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য ইতোমধ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা সম্ভব হলে সমস্যা অনেকটা কমে যাবে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/সহকারী সচিব (বিআরটিসি)
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, পেনশন কেইস যথাসময়ে নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মে'২১ মাসে পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি। বর্তমানে কোনো পেনশন কেইস পেন্ডিং নেই।	পেনশন কেইস নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, 'সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮'-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজনপূর্বক বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর ০৬/০৪/২০২১ তারিখে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত বিভাগের চাহিত তথ্যাদি সরবরাহের জন্য বিআরটিএ'র দুজন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ভেটিং-এর বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, 'সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩' এর আওতায় প্রণীতব্য বিধিমালা বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিধিমালাটি অধিকতর সংশোধন বা অনুমোদনের জন্য গত ০৫/০৪/২০২১ তারিখে বোর্ড সভা আহবান করা হলেও করোনা পরিস্থিতিতে স্থগিত করা হয়। ইতোমধ্যে বোর্ডের বেসরকারী ২জন সদস্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তাদেরকে নতুন করে নিয়োগ/মেয়াদ বৃদ্ধি করে বোর্ড সভা আহবান করা হবে।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ ২ জন সদস্যের মেয়াদ বৃদ্ধি/নতুন করে নিয়োগ দিয়ে সহসাই বোর্ড সভা আহবান করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
৭.	<u>**বৃক্ষরোপণ :**</u> (ক) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ জানান- 'বৃক্ষরোপণ ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা-২০২০' অনুসরণে ২০২০-২১ অর্থবছরে সারাদেশে চার লাখ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী আগামী দুই বছর রোপিত গাছের চারার পরিচর্যা চলমান থাকবে। সভাপতি জানতে চান, রোপিত ৪ লক্ষ চারা রুটিন কাজের অংশ, না নীতিমালা অনুযায়ী পরিকল্পনার অংশ, তার প্রেক্ষিতে প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, রুটিন কাজের অংশ হিসেবে চারাগুলো রোপন করা হয়েছে। তবে নীতিমালার আলোকে বৃক্ষরোপনের বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সড়কের রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণের জন্য জোন ও সার্কেল পর্যায়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ১ম পর্যায়ে ২ হাজার কিলোমিটারে বৃক্ষরোপণ করার পরিকল্পনা রয়েছে তবে নীতিমালা অনুসরণে বৃক্ষ রোপনের পূর্বে বর্তমান সড়কের অবস্থা সম্পর্কে সার্ভে করা হবে। আপাতত: বৃক্ষপালন অপারেশন ডিভিশন পূর্ব ও পশ্চিম এর আওতায় নীতিমালা পরিপূর্ণ অনুসরণে ২০০ কিলোমিটারে বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী গৃহীত কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করেন। এছাড়া, বৃক্ষরোপণ ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা ২০২০ এর গেজেটের কপি মাঠ পর্যায়ের সকল জোন, সার্কেল ও সড়ক বিভাগ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়, আঞ্চলিক বন সংরক্ষকের কার্যালয় ও সকল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ এবং মন্ত্রণালয় ও সওজ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) (১) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা ২০২০ অনুযায়ী বৃক্ষরোপণের বিষয়ে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ক) (২) নীতিমালা অনুসরণ করে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (৩) নীতিমালার গেজেটের কপি জোন, সার্কেল ও সড়ক বিভাগ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, প্রধান বন সংরক্ষকের কার্যালয়, আঞ্চলিক বন সংরক্ষকের কার্যালয় ও সকল জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করাসহ মন্ত্রণালয় ও সওজ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) সশরীরে উপস্থিত হয়ে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মৃত/নষ্ট গাছের স্থলে নতুন করে গাছ রোপনের জন্য ঠিকাদারদের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক গাছ প্রতিস্থাপন এর কাজ চলমান আছে। সভাপতি পরিদর্শন রিপোর্টে মোট গাছের সংখ্যা, মৃত গাছের সংখ্যা, পরিচর্যার ব্যয় সম্বলিত তথ্য উল্লেখ থাকার জন্য এবং ঠিকাদার কর্তৃক যথাসময়ে প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, ঠিকাদার কর্তৃক রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করার জন্যও সভাপতি প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে পরামর্শ প্রদান করেন। (গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান দীর্ঘদিন প্রধান বৃক্ষপালনবিদ পদটি শূণ্য রয়েছে প্রেষণের মাধ্যমে পদটি পূরণ করা হলে বৃক্ষরোপন কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সভাপতি প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য সওজ অধিদপ্তর হতে চাহিদাপত্র প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। পরিদর্শন রিপোর্টে মোট গাছের সংখ্যা, মৃত গাছের সংখ্যা, পরিচর্যার ব্যয় সম্বলিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। (খ) (২) মৃত/নষ্ট হয়ে যাওয়া গাছের স্থলে নতুন গাছ যথাসময়ে প্রতিস্থাপনের জন্য ঠিকাদারদের পরামর্শ দিতে হব। (খ) (৩) পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। (গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ পদে কর্মকর্তা পদায়নের লক্ষ্যে সওজ হতে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ এবং প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদন দাখিল:** একটি তথ্যের ভিত্তিতে সভাপতি অবহিত করেন, সওজ অধিদপ্তরের আওতায় চলমান সড়ক, সেতু, কালভার্ট মেরামত উন্নয়নকাজের গুনগত মান পর্যবেক্ষন এবং সড়কপথে জনসাধারণের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ে ৫টি পরিদর্শন টীম এবং একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় টীম রয়েছে। উক্ত পরিদর্শন টীম চলমান উন্নয়ন মেরামত কাজের গুণগতমান সরেজমিন পরিদর্শন করে কেন্দ্রিয় সমন্বয় টীমের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করার পর কেন্দ্রীয় সমন্বয় টীম প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উল্লিখিত সমস্যা উত্তরণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রধান প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করার কথা। এখন থেকে পরিদর্শন টীম কর্তৃক সমন্বয় টীমের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	পরিদর্শন টীম কর্তৃক সমন্বয় টীমের নিকট দাখিলকৃত প্রতিবেদনের কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
৯.	**সওজ এর প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত:** সওজ এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞদের রিসোর্স পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে কেন্দ্রটির গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে কার্যকর ও প্রতিবছর বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং) জানান, প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে যাচাই-বছাই শেষে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে নির্ধারিত তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
১০.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত ও জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হস্তান্তরিত ভূমির রেকর্ড ও নামজারির বিষয়ে জুন ২০২১ মাসের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় এলএ কেইসের ৪৪৩৩টি মধ্যে ১৭২৫টি নামজারি করা হয়েছে। অবশিষ্ট এলএ কেইসের নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পুর্ণাঙ্গ তথ্য প্রেরণে জন্য গত ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে মধ্যে তথ্য প্রেরণ এবং নামজারির ক্ষেত্রে বড় ধরণের কোনো সমস্যা ও দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে কিনা বিষয়গুলো খুজে বের করে বিশেষ নজর এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) সওজ এর ভূমি নামজারির বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন, জেলা পরিষদ হতে সওজ এর নামে হস্তান্তরিত যেসকল ভূমির রেকর্ড জেলা পরিষদের নামে রয়ে গেছে সেসকল ভূমির নামজারির জন্য প্রথমেই রেকর্ড সংশোধনের মামলা করা প্রয়োজন এবং যেখানে জরিপ কার্যক্রম চলমান আছে সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে। সরকারি সম্পত্তি নামজারির ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কোনো বিশেষ সার্কুলার রয়েছে কিনা তা জানার বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে হস্তান্তরকৃত এবং সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য প্রেরণ করতে হবে। (ক) (২) নামজারির ক্ষেত্রে বড় ধরণের কোনো সমস্যা ও দীর্ঘ-সূত্রিতা রয়েছে কিনা বিষয়গুলো খুজে বের করে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (খ) হস্তান্তরিত ভূমির নামজারির ক্ষেত্রে প্রথমে রেকর্ড সংশোধনের মামলা করতে হবে এবং সরকারি সম্পত্তি নামজারির ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কোনো বিশেষ সার্কুলার রয়েছে কিনা তা জানতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করার জন্য সকল সড়ক বিভাগকে পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে। সড়ক জোন ও সড়ক বিভাগ হতে এ বিষয়ে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (ঘ) মোটরযানে ওভার লোড নেয়ার ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতি সাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ায় কতগুলো মামলা হয়েছে এবং মামলাগুলোর নাম্বার, কোন কোর্টে, কোন অবস্থায় আছে তার বিশদ বিবরণ আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এধরণের মামলাগুলো ভেরিফাই করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে পরামর্শ দেয়া হয়। একই সাথে তাদের অধিভুক্ত এলাকায় এ ধরণের মামলাগুলোর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়। ওভার লোডের ফলে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রমানাদিসহ ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিশেষ ভূমিকা রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজের নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি/ নোটিশ সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে এবং ইতোপূর্বে নির্দেশনার আলোকে কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) (১) ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতিসাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ায় কতগুলো মামলা হয়েছে এবং মামলাগুলোর নাম্বার, কোন কোর্টে কোন অবস্থায় আছে তার বিশদ বিবরণ আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে মন্ত্রণলয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) (২) মামলাগুলো এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ ভেরিফাই করবেন এবং আইনজীবীদের সাথে পরামর্শক্রমে অগ্রগতি ত্বরন্বিত করবেন। (ঘ) (৩) ওভার লোডের ফলে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রমাণাদিসহ ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়) জানান- কোভিড-১৯ বিবেচনায় জুলাই'২১ মাসে কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। ২৭/০৬/২০২১ জুন'২১ মাসে ডেমরা-আমুলিয়া শেখের জায়গায় রামপুরা সড়কের ১ম কিলোমিটারে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২৬টি কাঁচা দোকান ১৩টি বিলবোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। এতে ০.৫০ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ৬ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (ঢাকা জোন) জানান- (ক) গত ০৫/০৭/২০২১ তারিখ মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের ধামরাই নামক স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। উক্ত অর্থ যথাযথ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। (খ) ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের সাভার এলাকায় ১২/০৭/২০২১ তারিখ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। উক্ত অর্থ যথাযথ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। (গ) মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের ধামরাই এলাকায় যথাক্রমে গত ১৩/০৭/২০২১, ১৪/০৭/২০২১ ও ১৫/০৭/২০২১ তারিখে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২৩,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। উক্ত অর্থ যথাযথ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।	অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (খুলনা) জানান, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় খুলনা জোনের অধিভুক্ত এলাকায় জুলাই'২১ সময়ে কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। আগামী সেপ্টেম্বর'২১ মাস হতে অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম জানান, কোভিড-১৯ বিবেচনায় মে ও জুন ২০২১ মাসে কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। ৩১ আগস্ট'২১ উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্য মাসে ঢাকা/রাজশাহী/রংপুর/গোপালগঞ্জ জোনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন সড়ক বিভাগ কর্তৃক ৮২ টি বিলবোর্ড/সাইন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	সড়কে রাইট অফ ওয়ে নির্ধারণ: সভাপতি অবহিত করেন, সওজ এর সম্পত্তি রক্ষা এবং দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়ক আইন অনুসরণে সড়কের রাইট অফ ওয়ে চিহ্নিত করে সীমানা ফলক দেয়া প্রয়োজন। রাইট অফ ওয়ের মধ্যে যাতে কেউ কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা গাছ রোপন না করে সে জন্য বিভিন্ন ধরণের সাইন বোর্ড/বিজ্ঞপ্তি/প্রচার প্রচারণা করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) মহাসড়ক আইন অনুসরণে সড়কের রাইট অফ ওয়ে চিহ্নিত করে সীমানা ফলক স্থাপন করতে হবে। (খ) রাইট অফ ওয়ে'র মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা গাছ রোপন না করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সাইন বোর্ড/বিজ্ঞপ্তি/প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব(এস্টেট)
১১.	**বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান- (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। জুলাই'২১ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১১৮৯টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ৯,০২,২৫০/- (নয় লক্ষ দুই হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা) জরিমানা আদায়সহ ১ জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) ঢাকার প্রবেশ ও বাহির মুখের মহাসড়কে রুটপারমিট অনুযায়ী নির্দিষ্ট রুটে চলাচল না করা যানবাহনের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটর সাইকেলের ওভার স্পীডের কারণে প্রায়শই দূর্ঘটনা ঘটছে। এসকল দূর্ঘটনা রোধে হাইওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় বিআরটিএ'র পক্ষ হতে প্রতি সপ্তাহে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। (গ) (১) অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) জানান, অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক এবং এ জাতীয় অটোরিক্সা নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন গত ০৬/০৬/২০২১ তারিখ পাওয়া যায়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশমালার প্রায়োগিক দিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আহবান করা হবে। (গ) (২) সহকারী সচিব বিআরটিএ জানান, মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় আনা হবে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মোটর সাইকেলের ওভার স্পীড নিয়ন্ত্রণে হাইওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে। (গ) (১) বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সুপারিশমালার প্রায়োগিক দিক যাচাই বাছাইয়েরর জন্য সভা আহবান করতে হবে। (গ) (২) মহাসড়কে থ্রি-হুইলার, ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, ভটভটি ইত্যাদি অবৈধ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় আনতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
১২.	**বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিহণে সেবাদান মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, জুন ও জুলাই ২০২১ মাসে লকডাউনে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি করা হয়নি। আগামী সেপ্টেম্বর'২১ হতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি ও বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিআরটিসি হতে ভিজিলেন্স টিম গঠন করে বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। এটি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিআরটিএ'র ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম তদারকি এবং বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য বিআরটিসি কর্তৃক ভিজিলেন্স টিম গঠন করতে হবে। (গ) এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান বিআরটিএ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৩.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** (ক) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- ইতোমধ্যে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ৫৫টি সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, ফেরি, পন্টুন, গ্যাংওয়ে এবং স্ক্র্যাপ মালামালের সার্ভে রিপোর্টের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডেলিভারীর মাধ্যমে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১০টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী দুমাসের মধ্যে নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। (খ) ইতোমধ্যে অধিকাংশ সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণ দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে।	(ক) ১০টি সড়ক বিভাগের সার্ভে রিপোর্ট দ্রুত সম্পন্ন করে নিলামে বিক্রয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং আগামী সভায় নিলামযোগ্য যানবাহন/সরঞ্জামের তালিকা উপস্থাপন করতে হবে। (খ) দ্রুত সময়ের মধ্যে শেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১৪.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):** সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সাথে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)গত ১৭/০৭/২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া, এ বিভাগ হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের ওপর প্রাথমিক মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটি সূচকের ওপর পর্যবেক্ষণ দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের এবং এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে প্রতিমাসে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সভাপতিত্বে এবং দুমাস পর পর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা আয়োজনের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতিমাসে আলাদাভাবে সভা করা হয় বিধায় এপিএ'র বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) (১) ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ কতে হবে। (ক) (২) প্রতিমাসে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সভাপতিত্বে এবং দুমাস পর পর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এপিএ অগ্রগতির ওপর পর্যালোচনা সভা করতে হবে। (ক) (৩) এপিএ'র বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০২০-২১: NIS ডেস্ক কর্মকর্তা জানান, ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন করে নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে ০৭/০৬/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ও এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে NIS বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মূল্যায়নে এ বিভাগ ২য় স্থান অর্জন করায় সভাপতি দপ্তর/সংস্থাসহ এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং এ সফলতা অব্যাহত রেখে আগামী বছর ১ম স্থান অর্জন করার লক্ষ্যে সকলকে অন্তরিকভাবে কাজ করার অনুরোধ করেন। প্রতিমাসে পৃথকভাবে সভা করা হয় বিধায় NIS'র বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২২ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) NIS'র বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান/শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	(গ) Grievance Redress System (GRS) : ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুন ও জুলাই ২০২১ মাসে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(ঘ) Public Service Innovation: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। নারায়গঞ্জ রুটে বর্তমানে এটি চালু করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে অ্যাপসটির কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)-কে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ কর্তৃক যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার বিষয়ে সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেলে আগামী এক মাসের মধ্যেই যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার কাজ শুরু করা যাবে মর্মে আশা করা যায়।	(১) বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ অ্যাপসটির কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। (২) বিআরটিএ কর্তৃক যেকোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার কার্যক্রম আগামী এক মাসের মধ্যে শুরু করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রচারণার কাজ অব্যাহত আছে। (৪) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোর্টিং অ্যাপসে বিভাগ অনুযায়ী সকল প্রকল্প ও রাজস্ব কাজের অন্যান্য তথ্য অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এ বিষয়ে সকল সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ সড়ক বিভাগের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল সড়ক বিভাগের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৫) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	(৩) ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে। (৪) মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোর্টিং অ্যাপসে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্তির কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (৫) ২০২০-২১ অর্থবছরের দপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল) দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(৬) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ডি-নথির সিস্টেম চালু ও বাস্তাবায়ন বিষয়ে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য, a2i এর প্রতিনিধি জানান যে ৩২টি বিভাগ/সংস্থায় ডি-নথির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান আছে। পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হলেই সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডি-নথির সিস্টেম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ডি-নথির পাইলটিং কার্যক্রম চলমান থাকায় ই-নথি কার্যক্রমে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।	ডি-নথি সিস্টেম চালু ও বাস্তবায়ন এবং ই-নথি কার্যক্রমের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৫.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত কার্যক্রম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর এবং পরিকল্পনা উইং থেকে ব্যবস্থা নিলে উন্নয়ন উইং এবং উন্নয়ন উইং থেকে ব্যবস্থা নিলে পরিকল্পনা উইংকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, পরিকল্পনা উইং এবং উন্নয়ন উইংকে অবহিত করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	খ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: সহকারি সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে এ বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক ০৫/০৪/২০২১ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে এর টোল আদায় সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করা এবং টোল অপারেটর নিয়োগ সংশ্লেষে একটি প্রস্তাব CCEA কর্তৃক ১৯/০৮/২০২১ তারিখে অর্থনৈতিক ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। (২) গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির মতামত সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, কমিটি মতামত দিয়েছে যা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (৩) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে 'পণ্যবাহী গাড়ী চালকদের পার্কিং সুবিধা সংবলিত বিশ্রামাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে দাখিলকৃত খসড়া নীতিমালা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে গত ১৯/০৭/২০২১ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পত্র জারী করা হয়েছে।	(১) ঢাকা - মাওয়া - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে-তে টোল আদায় চালুর লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে গঠিত কমিটির মতামত সওজ অধিদপ্তর হতে এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। (৩) নির্মিতব্য বিশ্রামাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত: দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, ২৫/০৮/২০২১ তারিখে দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও অন্যান্য কারণে যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি, পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার সাথে সাথে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করার জন্য সভাপতি সংস্থা প্রধানসহ এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)/এ সংক্রান্ত মনিটরিং টীম (সকল)
	ঙ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে নিবীড় পর্যবেক্ষণ, তদারকি, সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সওজ অধিদপ্তরের ১০টি সড়ক জোনে এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে গঠিত কমিটি কাজ করছে। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটির আহবায়কদের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে কমিটির আহবায়কদের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক (সকল)/ গঠিত মনিটরিং জোন প্রধান (সকল)/উপসচিব (জিএফডিপি)
	চ. গতি নামের পরিবর্তে 'বিআরটিএ সেবা' নামে অ্যাপস্ প্রস্তুত সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, 'বিআরটিএ সেবা' অ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়ে গত ১০/০২/২০২১ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং পত্রিকা, ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। গাড়ির ফিটনেস নবায়নের পূর্বে এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়ার বিষয়ে গত ২৭/০১/২০২১ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এ্যাপয়েন্টমেন্ট সংক্রান্ত ব্যানার দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পত্রিকা, ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় সমন্বয় সভা হতে বাদ দেওয়ার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ অনুরোধ জানান।	(১) 'বিআরটিএ সেবা' অ্যাপসের মাধ্যমে সেবা প্রদানের বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) গাড়ির ফিটনেস নবায়নের পূর্বে এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার বিষয়টি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বর্ণিত বিষয়গুলো চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় সমন্বয় সভার এজন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	জ. ভিডিও চিত্র নির্মাণ: অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ভিডিও চিত্র প্রস্তুতের লক্ষ্যে স্ক্রিপ্ট তৈরী করা হয়েছে। আগামী ২৫/০৮/২০২১ তারিখের সভায় ভিডিওর ব্যাপ্তি ও প্রাসংগিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।	এ বিভাগের কার্যক্রমের ওপর ভিডিও চিত্র নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঝ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৪টি (১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ১১টি, ৩য় শ্রেণির ২১টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৬টি) শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ১১টি পদের মধ্যে ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৪টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণির ১২টি, ৪র্থ শ্রেণির ১২টি পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত ১৬/০৪/২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় পুনরায় পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হবে। **ডিটিসিএ:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১২১টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-বিভিন্ন গ্রেডের (৯+২) ১১টি প্রেষণযোগ্য পদে কর্মকর্তা পদায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি পদে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়া পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ১৬-১৭ গ্রেডভুক্ত ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৪ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে। ১০ জন কর্মচারি ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন। ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩টি পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ নতুনভাবে সৃজনের সম্মতি গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী ফরম পূরণপূর্বক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা এবং গত ০৬/০১/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) Timeline ভিত্তিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৫৩৬টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি, এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১৭টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে। পার্চেজ অফিসার ৪টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১টি, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, ফোরম্যান-০১টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-০২টি পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। কারিগর-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত ০৯/০১/২০২০ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ১০৪ জন চালক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই শেষে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২১টি পদ শূন্য রয়েছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট শূন্য পদের মধ্যে ইতোমধ্যে জুন ২০২১ মাসে ২০টি পদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১০টি পদের নিয়োগের নিমিত্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত ১০টি শূন্য পদের ছাড় পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫৩১টি শূন্য পদ রয়েছে ১ম শ্রেণির ২০৪টি পদের মধ্যে- সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর (২৭+২১)=৪৮টি পদ বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নন ক্যাডারভুক্ত (সহকারী বৃক্ষপালনবিদ, সহকারী প্রোগ্রামার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার) ৪টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। **২য় শ্রেণির ২১০টি পদের মধ্যে-** উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর (৫২+৩০)=৮২টি পদ এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ অফিসারের ১৪টি পদ মহা হিসাব রক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসারের ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। **৩য় শ্রেণির ২৬৯৯ টি পদের মধ্যে-**সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৩টি পদ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি সুপারভাইজার এর ১টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। কার্যসহকারী এর ১৭৪টি, সার্ভেয়ার এর ২৭টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৪৪১টি পদের মধ্যে- সিকিউরিটি গার্ড এর ৯৯টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি ও সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচার্জড ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদগুলো পূরণের যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।		
	ঞ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** এ বিষয়ে ক্রম ১১(গ)-তে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।	এ বিষয়ে ক্রম ১১(গ)-তে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়া যাতে পারে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সংবলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়িত	এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়া যাতে পারে।	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, সেনাবাহিনী কর্তৃক পুণর্গঠিত ডিপিপি ৩১/১২/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২০/০৬/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুণর্গঠন করে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবর গত ১৩/০৭/২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।	পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুণর্গঠন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, সড়কটি জি-টু-জি (পিপিপি) এর আওতায় নির্মাণের লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করছে। সমীক্ষা কাজটি ডিসেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হবে।	চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- ক) অ্যাপস্ ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল সেতু ও সড়কে ETC চালু করা সম্ভব সেগুলোতে এ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পত্র দেয়া হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী সড়ক বিভাগের সাথে ফোনালাপে জানা যায় যে, চরসিন্দুর সেতুতে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) চালুর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এ মাসের দিকে চালুর সম্ভাবনা রয়েছে।	(ক) অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ETC চালুর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর নিমিত্তে আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও Online এর মাধ্যমে সরবরাহ কার্যক্রম গত ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে শুরু করা হয়। ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪ টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৪ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৩টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৪,৬১০টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। (খ) রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত বিআরটিএ কর্তৃক মনিটর করা হচ্ছে। রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ব্যতীত মোটরযান পরিচালনা ও চুক্তিভিত্তিক অফলাইন ট্রিপ ব্যবহারকারী মোটরযান চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ মহাপরিদর্শক বরাবর গত ২০ মে ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশ ও রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের বিষয়ে রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পুলিশ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, সংশোধনকৃত খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণের জন্য জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচলক, ডিটিসিএ জানান খসড়া আইনটিতে নতুন করে কিছু সংশোধন করা হচ্ছে। শীঘ্রই সংশোধীত খসড়া আইনটি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সংশোধনকৃত খসড়া ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্তির পর সভা আহবানের ব্যবস্থা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

০৩। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

৩১/৮/২০২১

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব